

## চর্যাকথন – ৬

### স্রষ্টা, কমলাকান্ত এবং অধিকারবোধ

বঙ্কিমের কমলাকান্তকে কার গরু জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন – “যে দুধ খায় তার।”

তাকে শিল্প কার এই প্রশ্ন করলে বোধহয় বলতেন – “যে চেখে বা চোখে দেখে তার।”

দুঃখের বিষয় কমলাকান্ত দাদা যে সহজ সত্যটি সহজে বুঝতে এবং বলতে পেরেছিলেন সেকথা নব্য ইন্টারনেট যুগীয় বাবু সম্প্রদায় বুঝতে পারলেও বলতে পারেন না।

কি করে বলবেন বলুন তাতে যে তাঁদের আখের মাঠে মারা যায়।

কিন্তু থাক সে কথা – আখের গুছানো ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন করলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবার জো ...

বরং শিল্পিকে জিজ্ঞেস করা যাক তাঁদের কি মত -

কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরি মশাই রামকিঙ্কর বেজ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। শুকনো তথ্য নয় – এক শিল্পির তাঁর অগ্রজ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ যা সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত আটপৌরে - আবার মাঝে মাঝে ভীষন গভীর দার্শনিক।

সেখানে তিনি বলেছেন রামকিঙ্করের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা – যা ঘটতো সৃষ্টির সময়। কিন্তু শেষ হয়ে গেলে আগ্রহ কমে যেত – কেননা আর তো কিছু তৈরী করার নেই সেখানে – আর ইতিমধ্যে ডাক পড়েছে নতুন কাজের।

কোন একজন প্রাচীন গ্রীক শিল্পি যেন কোনো কিছুই শেষ করতেন না – শেষ হয়ে আসলে তাঁর আগ্রহ ফুরিয়ে যেত – তিনি অন্য কাজে চলে যেতেন – তাঁর শিষ্যরা বাকিটা শেষ করত।

শিল্পি রামকিঙ্করের কাছে সবচেয়ে বড়ো ছিল সৃষ্টিসুখ – সৃষ্টির আনন্দ।

এবং সৃষ্টি সম্পন্ন হবার পরে তার মূল্য শিল্পির কাছে কমে যায়। অধিকারবোধ ও ...

এবং তখনই সুরূ হয় কাড়াকাড়ি – প্রশ্ন ওঠে এই শিল্পকর্মে কার অধিকার?

শুধু শিল্পির অধিকার বলতে পারলে ভালো লাগতো –

কিন্তু দুর্ভাগ্যবসতঃ শিল্পের সার্থকতার জন্য তার তার প্রকাশ এবং প্রচার লাগে – কারিগরী দক্ষতা লাগে - বিজ্ঞাপন লাগে – মোদ্দা কথা সব অনর্থের মূল হাড়হাবাতে টাকা লাগে –

আর শিল্পি তো নেহাৎই শিল্পি – ঐতিহাসিকভাবে অর্থাভাব বা অন্য কোনো অভাব মানুষের শিল্পবোধকে বিকশিত করে ...

তাই অন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশক হোন অথবা স্টিভেন স্পিলবার্গের প্রোডিউসার ...

তাহলে শিল্পের ব্যাপারে তাঁর অধিকার কম কিসে?

অর্থাৎ কমলাকান্ত দাদা যাই বলুন না কেন প্রসন্ন গোয়ালিনী না থাকলে গরুটিই থাকতো না – আর তা হলে দুধ বা আফিম কোনটাই জুটতো না।

আসলে কি জানেন – সৃষ্টির দুটো পর্ব আছে ...

প্রথমে সৃষ্টি – সেখানে শিল্পি ঈশ্বর – উল্লাসিক – দাস্তিক - দুঃখী – বাহ্যজ্ঞানহীন – আত্মজ এবং আত্মমৈথুনরত – অমৃত বা গরলের স্বাদে নিজের মধ্যেই তাঁর উদ্দাম নৃত্য।

সেখানে শিল্পি ভীষন একা ...

তারপর বিপন্ন – সেখানে শিল্পি নেহাৎই মানুষ – হিসাবী - লোভী - প্রকাশের লোভ – নামের লোভ – অর্থের লোভ। পশরা সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন – “কে নেবে গো ...”

সেই বেচা কেনার হাটে সবাই সমান –

যে জোরে চেষ্টা করে বলতে পারে তারটাই বিক্রি হয় ...

আর এভাবেই একসময় অধিকারও হাতবদল হয়ে যায় ?

শিল্প প্রকাশিত হয় আর কেনা বেচা হয়। শিল্পি পড়ে থাকেন অন্তরালে।

বিশ্বাস হলো না?

বাংলা গানে লেখকের নাম কজন জানেন? কিম্বা মিউসিক ডিরেক্টরের নাম?

“পথের পাঁচালী” – র শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তের নাম কজন শুনেছেন? কিম্বা ক্যামেরার সূত্র মিত্রের নাম? অথচ পথের পাঁচালী সৃষ্টির পেছনে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য ... সমসাময়িকরা অনেকেই বলেন এঁদের ভূমিকা সত্যজিত রায়ের চেয়ে একটুও কম নয়।

অর্থাৎ কমলাকান্ত রইলেন তাঁর আফিম আর দুধের কোটা নিয়ে – রইলো প্রসন্ন গোয়ালিনীও – কিন্তু ভাগ পেলো না বেচারী গরু যাকে নিয়ে এতো কারসাজি ...

শিল্পি কি গরুর মতোই অবলা জীব ?

আসলে কি জানেন স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে এক পবিত্র সম্পর্ক থাকে। যে সৃষ্টিসুখের কথা রামকিঙ্কর বলেছেন তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় কাজী নজরুলের কথাতেও।

ঠিক তেমন ই পবিত্র সম্পর্ক সৃষ্টি এবং পাঠক/দর্শক/শ্রোতার মধ্যে – সে এম পি থ্রি ডাউনলোড করে হলেও।

এই দুই স্বর্গীয় পবিত্রতার মাঝখানে শিল্পের প্রকাশ/বিপন্ন/প্রচার – যা নেহাৎই জাগতিক।

অধিকার তাই সকলেরই ... কারুর একার নয় – শিল্পির নয়, বিক্রেতার নয় – আর যিনি চেখে ও চোখে দেখছেন তাঁরও নয়।

রাহুল গুহ

৫ জুন, ২০০৬

<http://www.responze.com>

